HUMAN RIGHTS FORUM BANGLADESH (HRFB)

বরাবর
বার্তা সম্পাদক
আপনার জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যমে নিম্নোক্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ/প্রচারের অনুরোধ জানাচ্ছি।
ধন্যবাদসহ

সুলতানা কামাল
আহবায়ক

লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়কে নৃশংসভাবে হত্যা
হিউম্যান রাইটস ফোরামের উদ্বেগ ও নিন্দা

[ঢাকা, ১ মার্চ ২০১৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মুক্তমনা ব্লগের লেখক ও সম্পাদক অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে **হিউম্যান রাইটস ফোরাম, বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)**। এইচআরএফবি হচ্ছে ১৯টি মানবাধিকার সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ফোরাম ।

বিভিন্ন সংবাদপত্রসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাত আনুমানিক নয়টার দিকে কতিপয় দুষ্কৃতকারীরা অভিজিৎ রায় ও তার স্ত্রী রাফিদা আহমেদ এর ওপর ধারালো চাপাতি দ্বারা হামলা চালায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১০টা নাগাদ অভিজিৎ রায়ের মৃত্যু হয়। রাফিদা এখনো আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রগতিশীল পরিবারের সদস্য অভিজিৎ অনেকদিন ধরে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রগতিশীল লেখালেখিতে জড়িত। যৌন সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয়েও তিনি ছিলেন সোচ্চার। তার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অজয় রায় প্রগতিশীল আন্দোলন ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত। অভিজিতের স্ত্রী রাফিদাও একজন লেখক ও ব্লগার এবং মুক্তমনা ব্লগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশনায় এবং নিজের ব্লগে প্রগতিশীল ও সাম্প্রদায়িতকতা বিরোধী লেখালেখির জন্য অভিজিৎ রায়কে অনেকদিন ধরেই হুমকি দেয়া হচ্ছিল বলে তার ঘনিষ্ঠজনরা জানিয়েছেন। শফিউর রহমান ফারাবী নামে একজন এর আগে ফেসবুকে তাকে হুমকিও দিয়েছেন।

আমরা মনে করি, ২০০৪ সালে প্রায় একই রকমকভাবে, একইস্থানে বিশিষ্ট মুক্তচিন্তাবিদ কবি, লেখক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা, অন্যান্য ব্লগার ও লেখকদের ওপর হামলা-হুমকি, মাত্র কয়েকদিন আগে একটি প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে বইমেলায় রোদেলা প্রকাশনীর স্টল বন্ধ করে দেয়া– এসব ঘটনা একটি অন্যটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পূর্বের ঘটনাগুলোর যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্ত না হওয়া, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় না আনার কারণেই বারংবার একই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। অভিজিৎ-এর মতো মেধাবী, প্রগতিশীল ও মুক্তচিন্তাসম্পন্ন মানুষের মৃত্যু আমাদের এবং মুক্তচিন্তার আন্দোলনের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। সংবাদমাধ্যমসূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, নিহত অভিজিতের বাবা অজয় রায়কেও হুমকি দেয়া হচ্ছে, অভিজিতের পুস্তকের প্রকাশক হুমকির প্রেক্ষিতে থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

হিউমান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ মনে করে, ঘটনাস্থলের খুব কাছাকাছি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও এ হামলা চালিয়ে দুষ্কৃতকারীদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ঔদাসিন্যের পরিচয়। হুমকি দিয়ে এরকম একের পর এক ঘটনা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা ও আন্তরিকতাকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। উপরন্তু, ঘটনার পর ৭২ ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে যাবার পরও পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে না পারা কিংবা কারা এ ঘটনায় জড়িত তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারাটা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

আমরা সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি, অভিজিতের হত্যার দ্রুত, কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা হোক। আমরা আশা করি, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আরো সজাগ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। আমরা অভিজিতের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা এবং তার স্ত্রী ও সহকর্মী রাফিদার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। পাশাপাশি সকল প্রগতিশীল মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি– এ ধরনের ন্যাক্কারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে আরো বেশি প্রগতিশীল আন্দোলনে এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চায় সম্পৃক্ত হতে। অভিজিতের কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সেটাই হবে উপযুক্ত পন্থা।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)